কালান্তর

সংখ্যা : ২

ইসলামের ইতিহাস

মূল্য : ৳১৭০

কালান্তর

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৪—জমাদিউস সানি ১৪৪৫

সংখ্যা : ২

বিষয় : ইসলামের ইতিহাস

পৃষ্ঠপোষক : **খতিব তাজুল ইসলাম**

উপদেষ্টা সম্পাদক : **রশীদ জামীল**

সম্পাদক : **আবুল কালাম আজাদ**

সহ-সম্পাদক : **ইলিয়াস মশহুদ**

সার্কুলেশন : **আবদুল ওয়াদুদ মাহদী**

কার্যালয়

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র

কালান্তর প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার

ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

সম্পাদক কর্তৃক বোখারা মিডিয়া, বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার সিলেট থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

০১৭১২ ৯০ ৫১ ২৮। bokharasyl@gmail.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৪	আবুল কালাম আজাদ
ইসলামের ইতিহাস : পরিচয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা	০৫	দ্বীন মুহাম্মাদ
ইতিহাসপাঠের আগে	১০	যহীরুল ইসলাম
ইতিহাস কেন জানতে হবে	১৫	আহমাদ রিফআত
ইতিহাস চর্চার মূলনীতি	২১	আবদুর রহমান আজহারি
ইতিহাস রচনার মৌলিক উৎস, পদ্ধতি ও নীতি	৩৬	ড. মাওলানা ইমতিয়াজ আহমদ
ইতিহাস সংকলনের মৌলিক উৎস	৪৩	মহিউদ্দিন কাসেমী
পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় মুসলিমদের অবদান...	৪৬	শামসীর হারুনুর রশীদ
ইতিহাস সংরক্ষণ : দায় ও দায়িত্ব	৬৬	আব্দুল কাদির মাসুম
প্রাচ্যবিদদের ইতিহাস চর্চার নেপথ্যে	৭৩	সাদিক ফারহান
প্রাচ্যবাদের ইসলামি ইতিহাস ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা	৮০	ইমরান হোসাইন নাঈম
ইসলামের ইতিহাসে শিয়া প্রভাব	৮৫	আইনুল হক কাসিমী
ইসলামের ইতিহাস : বিকৃতি ও বিচ্যুতি	১০৩	মুহাম্মাদ আল ফায়েদ
পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি...	১০৮	আবু আবদুল্লাহ আহমদ
কওমি পাঠ্যে ইতিহাস : বাস্তবতা ও অবকাশ	১১৯	আবদুল হক
ইবনু খালদুনের ইতিহাস-দর্শন	১২২	আবদুল করিম নোমানী
কিতাবুল মাগাজি ও উরওয়া ইবনু জুবায়ের রাহ.	১৩০	ইজতিহাদ মাহমুদ
মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক : ইতিহাসের মহানায়ক	১৩৬	এহতেশামুল হক কাসিমী
মোগল শাসন : রাজদরবারে ইতিহাসচর্চা ও রচনা	১৪১	আবদুল্লাহ আহসান
ইসলামি ইতিহাস ও ইবনু জারির তাবারি	১৪৭	যুবাইর ইসহাক
পর্যটক ইবনু বতুতা : ইতিহাসের ধ্রুবতারা	১৫২	আবদুল কাদির ফারূক
ভারতবর্ষে মুসলিমদের পদার্পণ	১৫৭	যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
প্রথম প্রহর	১৬৩	মনযূর আহমাদ
আধুনিক যুগের ইসলামি ইতিহাসবিদ	১৭২	শাকের আনোয়ার
ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বই	১৮১	মুহাম্মাদ

সম্পাদকীয়

ইসলামের ইতিহাস। বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা ও অবস্থান অত্যন্ত বিশদ ও বিস্তৃত। শ-দুয়েক পৃষ্ঠায় এমন জটিল-কঠিন ও ভারি বিষয়ের আলাপ ফুটে ওঠা বা ফুটিয়ে তোলা তাই সম্ভব নয়।

কালান্তর চেষ্টা করেছে 'ইসলামের ইতিহাসের' ওপর নতুন আঙ্গিকে পাঠককে কিছু ধারণা দেওয়ার। নানা পথ-মতের সরল-সঠিক ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সত্যবিচ্যুত অলীক ও মিথ্যা ইতিহাসও। অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস-সচেতন লেখক-পাঠকেরা যেখানে সোজাপথ ছেড়ে ভুলোপথে মরুভূমির চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, সেখানে সাধারণ পাঠক-লেখকেরা সহসাই ইতিহাস বিকৃতিকারীদের খপ্পরে যে পড়বেন, তা সহজেই অনুমেয়।

এ জন্য ইসলামের ইতিহাসপাঠ শুরুর আগে পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে জানাশোনার পাশাপাশি ইতিহাস কেন পড়ব, কার লেখা পড়ব, কীভাবে পড়ব, প্রকৃত ও সত্য ইতিহাস আমরা কীভাবে জানব এবং মানব, বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে কীভাবে রক্ষা পাব, সেটারই বিশদ ধারাবর্ণনা রয়েছে এ সংখ্যায়।

এটি *কালান্তর* ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা। ইতিহাস-গবেষক প্রবীণ, তরুণ ও নবীন ২৫ জন লেখকের লেখায় সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যা। ধন্যবাদ লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে। পাশে থাকুন আজ থেকে আগামী।

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক

ইসলামের ইতিহাস : পরিচয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীন মুহাম্মাদ

ইতিহাস অতীতের দর্পণ। ইতিহাস অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু। ইতিহাস ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের নির্দেশক। 'ইতিহাস' নামক এ দর্পণে জাতি তার অতীতকে দেখে। অতীতের সুদিনের জন্য গর্ব করে অথবা কৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়, শিক্ষা নেয় ঘুরে দাঁড়ানোর। তাই ইতিহাসশাস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শাস্ত্র।

মুসলিম হিসেবে আমাদের রয়েছে এক সোনালি অতীত, রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। কালের বিবর্তনে ধুঁকতে থাকা এ জাতির অতীতটা ছিল বড়ই রঙিন। সুখময় দুনিয়া গড়তে যা যা প্রয়োজন, তার সবই করতে পেরেছিলাম আমরা। তবে অবশ্যই আমাদের লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আখিরাত। আখিরাত যখন লক্ষ্যের কেন্দ্র, তখন দুনিয়ার অর্জনও ছুটে আসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। তবে ধীরে ধীরে লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে যখন ধরল চিড়, তখন থেকে আমরা হারাতে থাকলাম সোনালি অতীতের একেকটি পাতা।

আজকের এ পরাজিত ও পরাধীন মুসলিমসমাজের পরিবর্তন যদি আমরা চাই, যদি চাই হারানো অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে, তবে ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় নজর বুলাতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে তা থেকে। গৌরবময় অতীত সামনে রেখেই সাজাতে হবে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি।

এক. ইতিহাস কী

সহজ কথায় ইতিহাস হচ্ছে অতীতের চিত্রায়ণ। 'ইতিহাস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'History'। আর 'History' শব্দটি এসেছে গ্রিক ও ল্যাটিন শব্দ 'Historia' থেকে।[১] এর অর্থ হচ্ছে, সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। ইতিহাসের জনক হিরাডোটোসই প্রথম তার গবেষণাকর্মের নামকরণে 'Historia' শব্দটি ব্যবহার করেন।[২]

সুতরাং ইতিহাস হলো মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ। মোটকথা, মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজকের এ সুসভ্য জগতে উত্তরণের দীর্ঘপথের সব কর্মকাণ্ডই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনু খালদুন বলেন, 'ইতিহাস বাহ্যত অতীতকালের ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ মাত্র।'[৩]

দুই. ইসলামের ইতিহাস কী

'ইসলামের ইতিহাস', 'ইসলামি ইতিহাস',

[১] en.m.wikipedia.org/wiki/History

[২] হিরোডোটাস (Herodotus)-কে ইতিহাসের জনক হিসেবে ধরা হয়। মূলত তিনিই প্রথম 'ইতিহাস'-কে গবেষণার আলোকে লিখেন। তার মতে, ইতিহাস নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই লিখতে হয়। তিনিই ইতিহাসকে এক গবেষণাধর্মী শাস্ত্রে রূপ দেন।

[৩] আল-মুকাদ্দিমা, ইবনু খালদুন—অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরায়শী, দিব্যপ্রকাশ : ৬৮।

'মুসলিমদের ইতিহাস'—তিনটি পরিভাষাই সমধিক পরিচিত। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে এ তিনটি পরিভাষায় আমরা পার্থক্য করতে পারি এভাবে :

- 'ইসলামের ইতিহাস'—যে ইতিহাস ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত। ইসলামের শুরু, ক্রমবিকাশ, উন্নতির চূড়ায় আরোহণ এবং (আপাতদৃষ্টিতে) ইসলামের পরাধীনতা—সবকিছুর আলোচনাকেই বলা যেতে পারে 'ইসলামের ইতিহাস'।
- 'ইসলামি ইতিহাস' অর্থাৎ, যে ইতিহাস ইসলামি। এখানে অনৈসলামিক কিছু আলোচিত হবে না। যা চিত্রায়িত হবে, তার সবটাই হবে ইসলামি। কোনো নির্দিষ্ট মুসলিমের কর্মকাণ্ড যদি ইসলামবিরোধী হয়, তাহলে তা 'ইসলামি ইতিহাস'-এর আওতায় আসবে না।
- 'মুসলিমদের ইতিহাস' বা যে ইতিহাস মুসলিমদের। মুসলিম হিসেবে একজন ফাসিকের ইতিহাসও এখানে আলোচিত হবে, আলোচিত হবে একজন জালিমের ইতিহাসও।

আল্লামা তাকি উসমানি হাফি. মাওলানা ইসমাইল রেহানের রচিত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ *তারিখে উম্মতে মুসলিমা*র ভূমিকায় লিখেছেন,

> এ গ্রন্থের আরেকটি ভালো দিক হলো, এর নাম *তারিখে ইসলাম* বা *ইসলামের ইতিহাস* না রেখে *তারিখে উম্মতে মুসলিমা* বা *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস* রাখা হয়েছে। *তারিখে ইসলাম* নাম রাখলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনে হতে পারে—ইতিহাসে যা কিছু বিবৃত হয়েছে, তা ইসলামের দাবি অনুযায়ী হয়েছে। ফলে অনেক রাজা-বাদশাহর অনৈসলামিক কার্যকলাপও ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এর বিপরীতে *তারিখে উম্মতে মুসলিমা* নাম দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি মুসলিমদের ইতিহাস; আর তাদের সকল কাজকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না।[৯]

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য থাকলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ তিনটি পরিভাষায় আমরা পার্থক্য করি না। আমরা 'ইসলামের ইতিহাস', 'ইসলামি ইতিহাস', 'মুসলিমদের ইতিহাস' বলতে বুঝি ইসলাম ও মুসলিমজাতির উদ্ভব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমূহ ঘটনা। তবে নির্দিষ্টভাবে ইসলামের ইতিহাস বা মুসলিমদের ইতিহাস বলতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে ঘটিত ঘটনাসমূহকে ইঙ্গিত করে থাকি।

তিন. ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের মধ্যকার পার্থক্য

সাধারণ ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। সংক্ষেপে কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

- সাধারণভাবে 'ইতিহাস' বললে ইসলামি ও অনৈসলামিক—সব ধরনের ধারাবাহিক বর্ণনা বোঝাবে। তবে 'ইসলামের ইতিহাস' বললে আমরা বুঝব কেবল ইসলামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ইতিহাস।
- ইতিহাস বর্ণনায় যদিও গবেষণা ও অনুসন্ধান শর্ত, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে

[৯] *মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বিশ্বকোষ*, মাওলানা ইসমাইল রেহান, মাকতাবাতুল আযহার : ২৫।

ইতিহাসবিদরা তাতে সৎ ও সত্যবাদী থাকেন না। তবে ইসলামের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী কেবল সাধারণ অনুসন্ধানকারী হলেই হয় না; বরং তাকে কুরআন-সুন্নাহের কষ্টিপাথরে সৎ ও সত্যবাদী হতে হবে। ইসলামের ইতিহাস রচয়িতাকে মনে রাখতে হয় : 'কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা-ই শুনে, যাচাইবিহীন তা-ই রটাতে থাকে।'[৫]

- সাধারণ ইতিহাস রচয়িতা ক্ষমতাধর শ্রেণির প্রভাবে বা চাপে হয়তো-বা ইতিহাস গোপন বা বিকৃত করতে পারেন। তবে একজন ইসলামি ইতিহাসবিদ কখনো সত্যের বাইরে কিছু লিখেন না এবং সত্যকে গোপনও করেন না।
- সাধারণ ইতিহাসে শ্রুত সবকিছুই উঠে আসতে পারে, তবে 'ইসলামি ইতিহাস' হিসেবে কিছু লিপিবদ্ধ করতে গেলে কুরআন-হাদিসের মানদণ্ডে তা উত্তীর্ণ হতে হবে। ইতিহাসের বর্ণনা যদি কুরআন-হাদিস বা শরিয়তের স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ইতিহাসের বর্ণনাটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হবে, নতুবা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৬]

চার. ইসলামের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

শুরুতেই বলেছি, ইতিহাস আয়নার মতো। আয়নায় যেমন নিজেকে দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায় নিজের সৌন্দর্য অথবা ত্রুটি, তেমনি ইতিহাসপাঠের মাধ্যমেও আমরা আমাদের উত্তরসূরিদের দেখতে পাই, দেখতে পাই তাঁদের পদচিহ্ন। উপলব্ধি করি তাঁদের শৌর্যবীর্য, বুঝতে পারি তাঁদের বিমূঢ়তা। সংক্ষেপে নিচে ইসলামের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করছি।

- মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে যথাযথভাবে বুঝতে গেলে ইতিহাস জানা জরুরি। কুরআনের এমন অনেক আয়াত আছে, যেগুলোর নাজিলের প্রেক্ষাপট (আসবাবে নুজুল) না জেনে যথাযথভাবে তা উপলব্ধি করা অসম্ভব। মূলত পুরো কুরআনকে বুঝতে নাজিলের ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা কুরআনের অনুধাবন হবে ভাসাভাসা, কোথাও-বা ভুল।

  বলাবাহুল্য, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইতিহাস-সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে, যাতে আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারি। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলছেন : 'আগে যা ঘটেছে, তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি আপনার কাছে বর্ণনা করি। আর আপনাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ প্রদান করেছি।' [সুরা তাহা : ৯৯] 'তাদের কাহিনিতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় উপাদান...।' [সুরা ইউসুফ : ১১১]
- একই কথা হাদিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাসুল ﷺ কখন, কেন কথাটি বলেছেন, তা জানাও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি হাদিসের অবতারণার কারণ ও প্রেক্ষাপট না জেনে সঠিক অনুধাবনে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া হাদিসের মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে রাবিদের জীবনেতিহাস জানাও জরুরি। 'রিজালশাস্ত্র' নামে স্বতন্ত্র এক শাস্ত্রই তো আছে, যেখানে রাবিদের জীবনেতিহাস আলোচিত হয়।

[৫] সহিহ মুসলিম : ১/১০।

[৬] উসুলুল জাসসাস : ৩/১৭২।

- সঠিকভাবে ফিকহি মাসআলা-মাসায়িল উদ্‌ঘাটন করার জন্যও ইতিহাসের প্রয়োজন পড়ে। নব-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইজতিহাদ করে মাসআলা বের করার জন্য একজন মুজতাহিদের কুরআন-সুন্নাহের জ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাস-সংক্রান্ত জ্ঞান থাকাও জরুরি। বিভিন্ন নস ও অতীতের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই একজন মুজতাহিদকে ইজতিহাদ করতে হয়। নতুবা সঠিক মতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া কুরআন-হাদিসের এমন অনেক নস আছে, যা দেখে আপাতদৃষ্টিতে যেটা মনে হবে, অতীত প্রেক্ষাপটসহ বিস্তারিত জানলে ঠিক তার উলটোটা হবে। অধিকন্তু, অনেক আয়াত-হাদিসই মানসুখ হয়ে গেছে। মানসুখের ইতিহাস না জেনে কেবল ইবারত পড়েই মাসআলা বের করতে গেলে বাঁধবে বিশাল গোলযোগ।
- ইতিহাস আমাদের অনুপ্রেরণার বাতিঘর। আমাদের গৌরবের ইতিহাস জেনে আমরা উৎসাহিত হই। আমরা প্রেরণা পাই গৌরব ফিরিয়ে আনার। নির্দেশনা পাই সম্মানের পথে চলার। জানতে পারি ইজ্জত ফিরে পাওয়ার কর্মকৌশল।
- একজন সৎ মুসলিম ইতিহাসবিদ অবশ্যই সত্য তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। সেই ইতিহাসে আমরা আমাদের শৌর্যবীর্য ও সফলতা যেমন দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি। আমরা বুঝতে পারি, কোন ভুলে কী হয়েছে আমাদের। তখন আমরা সতর্ক হতে পারি। কারণ, মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না। ইতিহাসপাঠে আমরা সেসব চোরাগর্ত সম্পর্কে ধারণা পাই এবং দ্বিতীয়বার পা দিই না সেখানে। আজ আমরা যেই পরাজিত মানসিকতা লালন করছি, বরণ করে নিচ্ছি মানসিক দাসত্ব, তা থেকে মুক্তিলাভ তখনই সম্ভব, যখন আমরা আমাদের অতীতের ভুলগুলোর সঙ্গে বর্তমানকে মেলাব এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পথে হাঁটব।
- উহুদযুদ্ধের ইতিহাস যখন পড়ি, আমরা বুঝতে পারি কীভাবে ছোট্ট একটা ভুলে এবং বিপক্ষ দলের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে অস্ত গেল নিশ্চিত বিজয়ের সূর্য। সুতরাং ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের শত্রুর কর্মকৌশল বুঝতে শিখি। আমাদের শত্রুরা কীভাবে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে, কোন উপায়ে পদানত করেছে আমাদেরকে, তা বুঝতে পারি ইতিহাস পাঠ করেই।
- পৃথিবীর বুকে ইসলামের বিজয় আসার প্রাথমিক চিত্র সবসময়ই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়। দীনের জন্য আমাদের পূর্ববর্তীদের কুরবানির চিত্র দেখতে পাই ইতিহাসের মধ্য দিয়েই। তাই ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের ভেতর দীনি আবেগ জাগ্রত করে। দীনের পথে চলার ও চলতে গিয়ে প্রাপ্ত কষ্ট সহ্য করার জজবা তৈরি করে।
- ইতিহাসপাঠের মাধ্যমে আমরা দূরদর্শী হই। পরিস্থিতি বোঝার সূত্র পাই। অতীতকে মিলিয়ে বর্তমানের হাল-হাকিকত উপলব্ধি করতে পারি সহজে। ফলশ্রুতিতে সিরাতুল মুসতাকিম খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য হয়ে যায় সহজতর।

মনে হচ্ছে, কথা আর না বাড়ালেও চলবে। উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরেই আমরা যদি উপসংহার টানি, তাহলেও পাঠকরা ইসলামের ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আশা করি।

তবে তিক্ত সত্য হচ্ছে, অধিকাংশ পাঠক ইতিহাসপাঠে আগ্রহী থাকেন না। আদতে ইতিহাসশাস্ত্র কিছুটা তাত্ত্বিক ও তথ্যভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র হওয়ায় এবং অনেক ক্ষেত্রে রসকষহীন হওয়ায় অনেক পাঠকই এখানে মজা পান না। তবে সচেতন ও প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু পাঠকমাত্রই ইতিহাসপাঠে অভ্যস্ত।

সুতরাং, প্রিয় পাঠক, আজই শুরু হোক আপনার-আমার ইতিহাসপাঠের যাত্রার সূচনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

লেখক : বিএ (অনার্স), এম (ইংরেজি)।

ইতিহাসপাঠের আগে

যহীরুল ইসলাম

অতীত পৃথিবীর সত্যনিষ্ঠ বর্ণনার নাম ইতিহাস। এই ইতিহাস মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে উপেক্ষা করে স্বার্থক জীবন গড়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ ইতিহাসের প্রতি মুখাপেক্ষী। ইতিহাসে থাকে সতর্কবার্তা; যার ফলে মানুষ ভুল পথে পা পাড়াতে কুণ্ঠাবোধ করে। ইতিহাসে থাকে ভয়াবহ পরিণামের সত্য সত্য ঘটনা; যে ঘটনা জানলে মানুষ সংশ্লিষ্ট অপরাধে জড়াতে চায় না। ইতিহাসে আছে এমন সম্মোহনী শক্তি, যা সর্বনাশী তুফানের সময়েও পাহাড়সম দৃঢ়তায় অবিচল থাকতে সহায়তা করে। ইতিহাসের চিরচেনা সেই পথ ধরেই মানুষ হেঁটে যায় বহুদূর; এভাবেই মানুষের জীবনে আসে উত্থান-পতন।

ইতিহাসের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, কুরআনুল কারিমের মৌলিক পাঁচটি বিষয়বস্তুর অন্যতম হলো পূর্ববর্তীদের ইতিহাস বর্ণনা। যদিও কুরআন কোনো ইতিহাস-সংকলন নয়; বরং তা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে অবতীর্ণ আসমানি কিতাব। তবে তাতে ইতিহাসের ততটুকু আলোচনা করা হয়েছে, যতটুকু দ্বারা মানুষ হিদায়াত লাভ করতে পারে।

কুরআনে অসাধারণ বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ববর্তী নবিদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, যাতে সত্যান্বেষীরা উপকৃত হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

> আগে যা ঘটেছে, তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি। [সুরা তাহা : ৯৯]

তদ্রূপ বিভিন্ন জাতির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, যেন তাদের পরিণতি থেকে উপদেশ গ্রহণ করা যায়। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য আছে শিক্ষণীয় উপাদান...। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

সুন্দর, সফল ও সমৃদ্ধ জীবন গড়তে আগেকার মানুষের ইতিহাস পড়তে হয়। সেখান থেকে বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা এবং উন্নতি সাধনের সবক নিতে হয়।

ইতিহাস যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র, ঠিক তেমনই এর উপস্থাপনা ও পরিবেশনায় থাকে নানান জটিলতা। ফলে অনেক সময় ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠক তা থেকে খুব সহজে উপকৃত হতে ব্যর্থ হন। কখনো মারাত্মক ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হন। এ জন্য ইতিহাস পাঠের আগে পাঠকের কিছু করণীয় বা নীতিমালা জানা থাকা দরকার। এই নীতিগুলো অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ পাঠক ইতিহাস পড়ে উপকৃত হতে পারবেন। পাশাপাশি বিভ্রান্তির ঘোর থেকেও নিরাপদ থাকবেন।

১. প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধান

এটি সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য। ইতিহাসের মতো এতো সুবিস্তৃত ময়দানে দক্ষ রাহবার ছাড়া চলতে গেলে পথ হারানোর আশঙ্কা থেকেই যাবে। তাই নিজের মতো করে ইতিহাস অধ্যয়ন না করে একজন প্রাজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করা উচিত।

২. বিষয় নির্বাচন

ইতিহাসের বহু দিক ও প্রকরণ রয়েছে। যেমন : কোনো বরেণ্য মনীষীর জীবনচরিত, জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস, ধর্ম ও মতবাদের ইতিহাস, রাজনীতি, শাসক ও শাসনের ইতিহাস, জাতীয় পর্যায় ও আন্তর্জাতিক অজ্ঞান ইত্যাদি। পাঠক নিজের অবস্থান, প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিহাসের বিষয় নির্ধারণ করে নেবেন। যেমন, ছাত্রদের জন্য জ্ঞানসাধকদের ইতিহাস পাঠ করা খুবই জরুরি। এতে তারা জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা বুঝতে পারবে। পড়ালেখার আদর্শ পদ্ধতি জানতে পারবে। জ্ঞানার্জনের পথে যেকোনো বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার মানসিক শক্তিও অর্জন করবে।

একজন শাসকের জন্য অতীত পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পাঠ করা জরুরি। খিলাফতে রাশিদার স্বর্ণযুগ এবং তৎপরবর্তী মুসলিম শাসকদের ইতিহাস অবশ্যপাঠ্য। এসব ইতিহাসে সেই শাসক উত্থান ও পতন, এতদুভয়ের নেপথ্য কাহিনি, উপায়-উপকরণসহ সাফল্যের রহস্য খুঁজে পাবেন। সাধারণ অবস্থায় সবার আগে নিজের ধর্মকে জানতে হবে। এর ইতিহাস পড়তে হবে। তারপর নিজের দেশ ও দেশের মাটিকে অধ্যয়ন করতে হবে।

৩. লেখক ও বই নির্বাচন

নিজের ইচ্ছামতো যেকোনো লেখকের যেকোনো বই না পড়ে প্রাজ্ঞ আলিমের পরামর্শ অনুযায়ী বই পড়তে হবে।

৪. তাহকিক বা যাচাই-বাছাই

ইতিহাসশাস্ত্র একটি গুরুতর আমানত। এতে মানুষের জীবনকে কলমের কালিতে চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যতিক্রম করলে অসত্য পাঠের মাধ্যমে পাঠকের মনে ভুল বিশ্বাসের জন্ম নেবে। পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি অনুচিত মন্তব্য করে নিজেকে কলুষিত করবেন অথবা ভুল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আল্লাহ বলেন,

> হে ইমানদাররা, যদি কোনো পাপী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ পরিবেশন করে, তাহলে তোমরা সেটি যাচাই করে নেবে...।
> [সূরা হুজুরাত : ৬]

রাসুল ﷺ বলেন,

> শোনা কথা বলে বেড়ানো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৭]

৫. তাহকিক কেন করতে হবে

মুহাদ্দিসরা শরিয়তের আলোকে হাদিস এবং অন্যান্য বর্ণনার সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে প্রণয়ন করেছেন অভূতপূর্ব নীতিমালা। সেই নীতিমালার আলোকে তাঁরা হাদিস যাচাই-বাছাইয়ের মহান খিদমত আনজাম দিয়েছেন।

কিন্তু এমন কোনো নীতিমালা ইতিহাস-সংকলনে অনুসরণ করা হয়নি। এর সবচেয়ে

[৭] সহিহ মুসলিম : ১/১০।

ভয়াবহ পরিণতি এই হয়েছে যে, প্রবৃত্তির দাসেরা এবং শত্রুরা অজস্র মিথ্যা-বানোয়াট কথাবার্তা ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের মতো করে ইতিহাস তৈরি করেছে। লোভ-লালসা, যশ-খ্যাতির মোহে অলীক কল্পকাহিনিকে অবাধে ইতিহাস বলে চালিয়ে দিয়েছে।

সংযোজন ও টীকা-টিপ্পনীর মোড়কে লাগামহীন বিকৃতি সাধন করেছে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদি তাঁর বিতর্কিত *খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত* গ্রন্থে বলেছেন, 'ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ইলমে হাদিসের মূলনীতিতে যাচাই করা হলে নব্বই ভাগ ইতিহাসই বাতিল হয়ে যাবে।'

উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারির তাবারি রাহ.। তাঁর রচিত ইতিহাসগ্রন্থ *তারিখুত তাবারি*। সনদসহ রচিত ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থ এটি। এই গ্রন্থে তিনি প্রায় হাজারখানেক বর্ণনা এনেছেন লুত ইবনু ইয়াহইয়া আবু মিখনাফ থেকে। সাহাবিদের মধ্যকার মতপার্থক্যের অধিকাংশ ঘটনাই এই লোকের সনদে বর্ণিত হয়েছে। অথচ এই লোকটা শিয়া মতবাদের অনুসারী। হাদিস এবং ইতিহাসশাস্ত্রে তার কথা অগ্রহণযোগ্য।[৮]

তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম তাবারিকে দায়ী করা যায় না। কারণ, তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ কথা বলেই দিয়েছেন যে, এই গ্রন্থে বহু অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা স্থান পেয়েছে। শুধু তাঁর কাছে পৌঁছেছে বলেই তিনি সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এই আবু মিখনাফের মতো আরও অনেকেই আছেন এমন।

আরেকটি উদাহরণ হলো ইমাম খলিফা ইবনু খাইয়াত রাহ.। তিনি ইমাম বুখারি রাহ.-সহ অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসের উসতাজ। তাঁর রচিত ইতিহাসগ্রন্থ *তারিখু খলিফা ইবনি খাইয়াত*। তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নীতিমালার অনুসরণ করলেও ইতিহাস সংকলনে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। *তারিখু খলিফা ইবনি খাইয়াত* গ্রন্থে এমন লোকদের বর্ণনা এনেছেন, যারা হাদিসশাস্ত্রে অগ্রহণযোগ্য। হাদিসশাস্ত্রে অযোগ্য, অগ্রহণযোগ্য; কিন্তু ইতিহাসশাস্ত্রে ইমাম—এমন নজির ভুরি ভুরি।

৬. সাহাবিদের ব্যাপারে সচেতনতা

সাহাবিদের ব্যাপারে ইতিহাসের নেতিবাচক বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, তাঁরা আল্লাহ এবং রাসুল ﷺ কর্তৃক সরাসরি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খাঁটি ইমানদার। তাঁদের সততা, নির্ভরযোগ্যতা, আল্লাহর সন্তোষভাজন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর অকাট্য ঘোষণা রয়েছে কুরআনুল কারিমে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব যাচাইয়ের সূত্র ইতিহাসের পাতা নয়; বরং আল্লাহর আসমানি কিতাব। সুতরাং পুরো দুনিয়া তাঁদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম কিছু বললেও তাতে কর্ণপাত করা যাবে না। তাঁদের ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো বর্ণনা নজরে পড়লে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, এগুলো কুরআন-হাদিস ও আসার দলিল ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়।[৯]

এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো, আলি ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যকার মতপার্থক্য চলাকালে তাহকিমের ঘটনা। এ ঘটনায় অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সাহাবিরা একে অপরকে ধোঁকা দিয়েছেন। গালমন্দ করেছেন। অথচ সাহাবিদের পারস্পরিক হৃদ্যতার বর্ণনা দিয়ে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথিরা কাফিরদের

[৮] *মিজানুল ইতিদাল*: ৩/৪১৯।

[৯] আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়া: ২৬; মাকামে সাহাবা: ৩৪।

ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর; কিন্তু নিজেরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। [সূরা ফাতহ : ২৯]

৭. লক্ষ্য স্থিরকরণ

ইতিহাসের পাঠ শুরুর আগে লক্ষ্য ঠিক করে নিতে হবে। শুধু ভালোলাগার কারণে বা সময় কাটানোর জন্য নয়; বরং যথাযথ শিক্ষা গ্রহণই হতে হবে একমাত্র উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

> আমি রাসুলদের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি, যা দ্বারা আপনার অন্তরকে করেছি সুসংহত। আর এতে আপনার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ। [সূরা হুদ : ১২০]

৮. বিধিবিধান ও আকিদা সম্পর্কে সচেতনতা

ইতিহাসশাস্ত্রের অসামান্য গুরুত্ব সত্ত্বেও তার দ্বারা আকিদা বা বিধানাবলি প্রমাণিত হবে না। হালাল-হারাম বিষয়ক ফায়সালা, তদ্রুপ যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ বা ইজমা-কিয়াস ইত্যাদির প্রমাণ প্রয়োজন, সেখানে ইতিহাসশাস্ত্রের একচ্ছত্র গ্রহণযোগ্যতা কেউই স্বীকার করেননি। কারণ, যদিও ইসলামি ইতিহাসের উৎসগুলো প্রাচীন রাজা-বাদশাহদের গল্পের মতো ঠুনকো ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং অনেকটা যাচাই-বাছাইয়ের পর্ব শেষেই ইতিহাসগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তা সত্ত্বেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের আকিদা, বিধিবিধান ও মূলনীতি প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে যে পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য দলিলের প্রয়োজন, ওই পর্যায়ের যাচাই-বাছাই ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে সাধারণত বিবেচ্য হয়নি।[১০]

[১০] মাকামে সাহাবা, মুফতি শফি : ৩১-৩৩।

৯. ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিমদের ইতিহাসের পার্থক্য নিরূপণ

নবিজীবনী ও সাহাবিদের জীবনীকে নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাস বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু তৎপরবর্তী মুসলিমদের ইতিহাস ধর্মের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও পরবর্তী যুগে ধর্মীয় বহু কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইসলামের প্রসার, অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার এবং মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্য পরিচালনাসহ মুসলমানদের বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, পারস্পরিক সংঘাত, পাপাচারী ও অত্যাচারী বাদশাহদের ইতিবৃত্ত ধর্মীয় ইতিহাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। এটাকে মুসলিমদের ইতিহাস বলা যায়, যেখানে তাদের উত্থান-পতন এবং কখনো তাদের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ফুটে ওঠে, আবার কখনো দূরত্ব। তাই ইসলামের ইতিহাস হিসেবে সংকলিত গ্রন্থগুলোকে মুসলিম জাতির ইতিহাস হিসেবে অধ্যয়ন করা উচিত, ইসলামের ধর্মের ইতিহাস হিসেবে নয়।[১১]

১০. নামসর্বস্ব নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সম্পর্কে সচেতনতা

আধুনিক যুগে ইতিহাসের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণভিত্তিক ইতিহাস সংকলনের ধারা আছে। তবে এটা সত্য যে, পক্ষপাতমুক্ত হয়ে কাজ করা খুবই দুরূহ। সাধারণত, বুদ্ধিবৃত্তিক সংকলনের নামে নিজের অভিরুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কোনো বিশেষ তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার নামে সর্বসম্মত বিশুদ্ধ বর্ণনা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তাই ইসলাম ইনসাফপূর্ণ

[১১] তারিখে উম্মতে মুসলিমা, ভূমিকা : ৪৩।